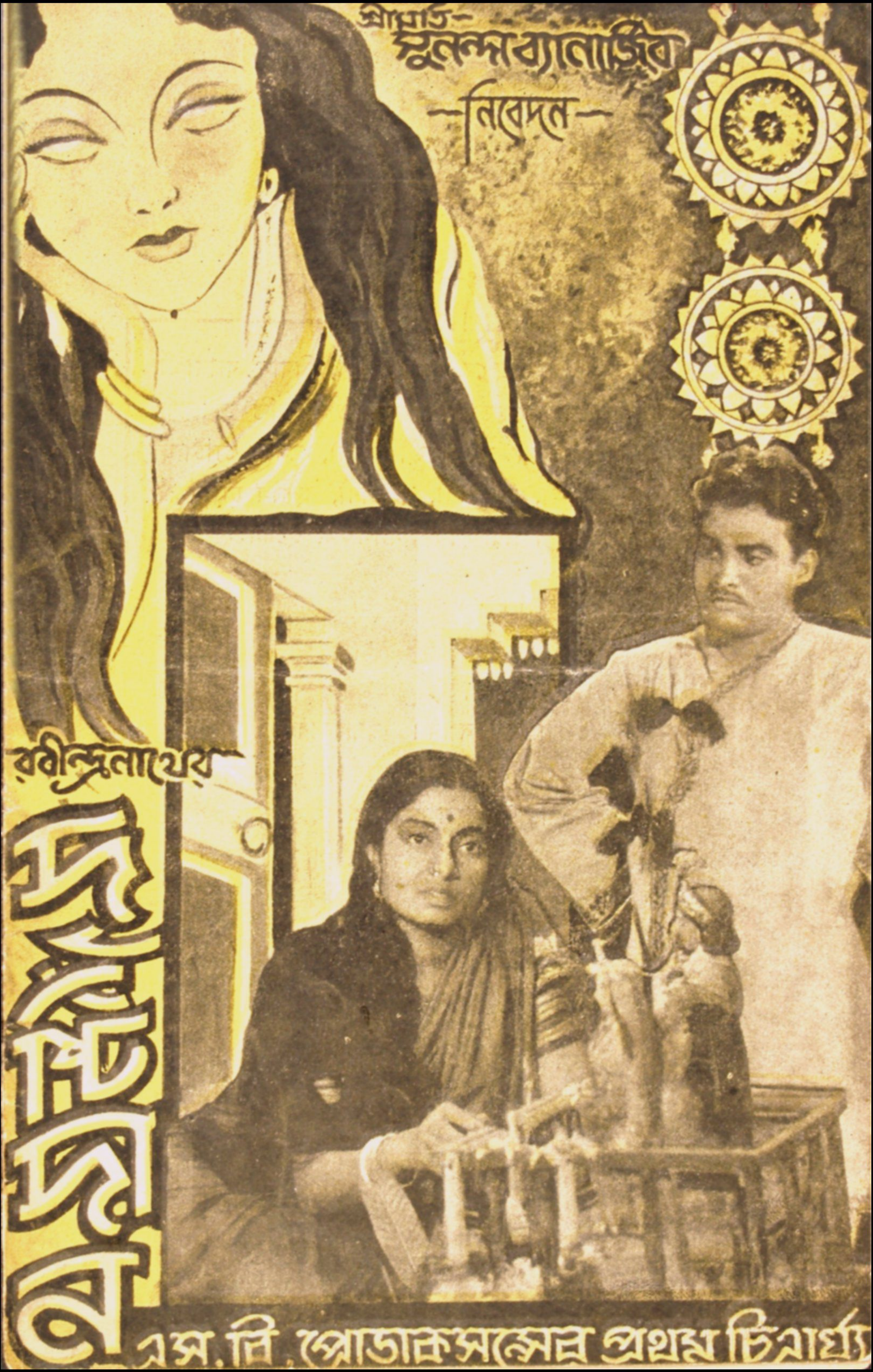
শ্রীমতি সুনন্দা ব্যানার্জীর
নিবেদন
রবীন্দ্রনাথের
স্ত্রীর পত্র
এস. বি. প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য

'দৃষ্টিদান'

পরিচালক ঃ—নীতিন বসু

—: রূপায়ণে :—

সুনন্দা, অসিতবরণ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ছবি বিশ্বাস, বিমান ব্যানার্জ্জী, অমিতা বসু, বেণু মিত্র, কেতকী, খগেন পাঠক, শান্তি ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্লবালা, পাপা ব্যানার্জ্জি, ঊষাবতী (পটল), মনোজ চ্যাটার্জ্জী আশুতোষ চ্যাটার্জ্জী, সন্ধ্যারাণী, শিবাণী, সুশীল চ্যাটার্জ্জী, যুথিকা দেবী, পচাবাবু, সরোজ মিত্র, ম্যালকম, সুখেন দাসগুপ্ত।

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : সজনী দাস। সঙ্গীত পরিচালক : তিমির বরণ। চিত্রশিল্পী : রাধিকা কর্ম্মকার। শব্দ যন্ত্রী : মুকুল বসু। সম্পাদক : কালী রাহা। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষক : অনাদি দস্তিদার। পরিস্ফুটনাগারাধ্যক্ষ : পঞ্চানন নন্দন। রসায়নবেত্তা : শঙ্কর দত্ত। শিল্প নির্দ্দেশক : বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপক : খগেন পাঠক। দৃশ্য নির্ণয়ক : ভোলা ভট্টাচার্য্য। রূপ সজ্জাকর : ধীরেন দত্ত, সোমনাথ চক্রবর্ত্তী। চিত্রকর : কালী কর্ম্মকার, মণি সামন্ত। আলোক নিয়ন্ত্রক : সুধীর দাস, শশাঙ্ক মণ্ডল। ধারারক্ষী : ইস্‌তিফাক আমেদ ও নরেন দত্ত।

সহকারী

পরিচালনায়—শৈলেন বসু, জোয়াদ হোসেন, নৃপেন বসু, পাপা ব্যানার্জ্জী
চিত্র শিল্পে —তারা দত্ত, প্রশান্ত দাস, সন্তোষ বসাক, জ্ঞান কুণ্ডু,
শব্দ গ্রহণে —ব্রজেন্দ্র কিশোর ব্যানার্জি
সম্পাদনায় —বিমল রায়
শিল্প নির্দ্দেশনায়—অরুণ বোস
পরিবেশক—সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রোডাকসন্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

দৃষ্টিদান

আজকাল অনেক বাঙালীর মেয়েকে নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। কুমুদিনীও তাহাই করিয়াছিল, দেবতার সহায়তায়। অনেক ব্রত ও শিবপূজা করিয়া সে দেবতার মত স্বামী পাইয়াছিল।

কিন্তু এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাওয়া তার কপালে ছিল না। কুমুদিনীর চোখের পীড়া হইল। মা ত্রিনয়নী তার দুই চক্ষু লইলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না।

স্বামী অবিনাশ তখন ডাক্তারি পড়িতেছিল। সে নিজেই কুমুদিনীর চিকিৎসা আরম্ভ করিল। দাদা অপূর্ব একদিন রাগ করিয়া ডাক্তার লইয়া হাজির হইল। ওষুধ আসিল কুমুদিনী লুকাইয়া শিশি, কৌটা এবং বিধিবিধান প্রাঙ্গনের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল। অপূর্বর সঙ্গে অবিনাশের যেন একটু মনান্তর হইয়া গেল।

অন্ধ হইবার পূর্বে কুমুদিনী দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইল। অপূর্ব ভাবিল গোপন চিকিৎসা করিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল। অবিনাশ ভাবিল গোড়ায় দাদার কথা শুনিলেই ভাল হইত।

দৃষ্টিহীনা কুমুদিনী অবিনাশকে আর একটি বিবাহ করিতে বলিল। উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিনাশ বলিয়া উঠিল—"নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যার পাতকী হই।

কুমুদিনী অনুতপ্ত অবিনাশকে বলিয়াছিল—"চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার

একমাত্র সুখ। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম।" অবিনাশের শপথ এমন ভয়ঙ্কর হইলেও কুমুদিনীর প্রাণে তাহা যে বিপুল আনন্দের সঞ্চার

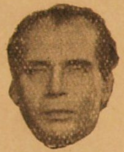

করিল তাহার কাছে দৃষ্টি হারার দুঃখ যেন নক্ষত্র লোকের উজ্জ্বলতার কাছে দিবাবসানের সূর্য্যালোকের মত ম্লান হইয়া গেল।

অবিনাশ ডাক্তারি পাশ করিয়া কুমুদিনীকে সঙ্গে লইয়া মফঃস্বলে গেল। পাড়াগাঁয়ে আসিয়া কুমুদিনী সেই শিশুকালের মতই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ডাক্তারিতে অবিনাশেরও প্রতিপত্তি

বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল। কিন্তু টাকা জিনিষটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। অবিনাশের সুশ্রী মনও উদ্ধার পাইল না।

ইতিমধ্যে অবিনাশের পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্রের সংবাদ লইতে আসিলেন। অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া অবিনাশ ঘরকন্না চালাইবে কি করিয়া ইহা ভাবিয়া তিনি অস্থির হইলেন। দিন কয়েক পরে পিসিমা ভাসুর ঝি হেমাঙ্গিনীকে দেশ হইতে আনিলেন।

এতদিন কুমুদিনী ও অবিনাশের মধ্যে কেবল অন্ধকার অন্তরাল ছিল। আজ হইতে আর একটা ব্যবধান সৃষ্ট হইল।

চৈত্রমাসে হেমাঙ্গিনী বিদায় লইল। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন অবিনাশের যাত্রার জন্য ঘাটে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছিল। অনেক রাত্রে অবিনাশ বিদায় লইতে আসিল। কুমুদিনীকে সে বলিয়াছিল— "তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক। যাহাকে বকিব ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটা সামান্য রমণী আমি চাই।"

কুমুদিনীও কিছু বলিয়াছিল কিন্তু সে নিজেই তাহা শুনিতে পায় নাই। ক্ষুব্ধ সমুদ্র কি নিজের গর্জন নিজে শুনিতে পায়।

কুমুদিনী ঠাকুর ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় বসিল। সন্ধ্যার সময় কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। অবিনাশের নৌকা তখন মাঝ দরিয়ায় পাড়ি দিতেছিল।

পরদিন দ্বার ভাঙ্গিয়া যখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল, তখন কুমুদিনী ঠাকুরের চরণতলে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়াছিল।

সঙ্গীতাংশ

১। ভজনদাসের গান— ২।

তোমরা যা বলো তাই বলো,
আমার লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা যায় ব'য়ে,
কেমন বিনা কারণে॥
এই পাগল হাওয়া কী গান গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল
আজি সুনীল গগনে॥
সে-গান আমার লাগল-যে গো
লাগল মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই
ভ্রমর গুঞ্জনে।
ঐ আকাশ ছাওয়া কাহার চাওয়া
এমন ক'রে লাগে আজি
আমার নয়নে॥

—রবীন্দ্রনাথ।

শরদ-সুধাকর মণ্ডল মণ্ডন
খণ্ডন বদন বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম মনোহর
চীত চোরায়নি হাস॥
আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু যূথ যূথ-শত সেবিত
লাবণি বরণি না যাই॥
কবরি-বকুল ফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিনি রণরণি বোল॥
পদ-পঙ্কজ পর মনিময় নূপুর
পূরিত খঞ্জন ভাষ।
মদন-মুকুর জনু নখ-মণি দরপণ
নীছনি গোবিন্দ দাস॥

—গোবিন্দ দাস।

৩। কুমুর গান—

জীবনে পরম লগন ক'রো না হেলা,
ক'রো না হেলা, হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা,
সাঙ্গ হবে যে খেলা

কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার
বরণ মালা, হে বিরহিনী।
বাজাবে বাঁশী দূরের হাওয়ায়
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায়

সুধার হাটের ফুরাবে বিকিকিনি,
হে গরবিনী ॥
ফাগুন যখন যাবে গো
নিয়ে ফুলের ডালা
কাটাব প্রহর।
বাজাব বুকে বিদায়-পথের চরণ ফেলা
দিন যামিনী, হে গরবিনী ॥

—রবীন্দ্রনাথ।

৪। অবিনাশের গান—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি!
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ আমি আছি।
উড়াব ঊর্দ্ধে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি
ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ আমি আছি

—রবীন্দ্রনাথ।

৫। কুমু ও অবিনাশের গান—

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধলো অকারণে।
গতি-রাগের সে ছিল গান
আলোছায়ার সে ছিল প্রাণ
আকাশকে সে চমকে দিত বনে ॥
মেঘলা দিনের আকুলতা
বাজিয়ে যেতো পায়ে
তমাল ছায়ে ছায়ে।
ফাল্গুনে সে পিয়াল তলায়
কে জানিত কোথায় পলায়
দখিন হাওয়ার চঞ্চলতার সনে ॥

—রবীন্দ্রনাথ।

৬। ভজনদাসের গান—

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ লইনু শরণ ॥
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ ॥
পরশ রতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥

রবীন্দ্রনাথ।

এস্-বি-প্রডাক্সনের

—দৃষ্টিদান—

কথা চিত্রের গান

N 27860 (রবীন্দ্র গীতি)	আমরা দুজনে স্বর্গ জীবনে পরম লগন
N 27861 (রবীন্দ্র গীতি)	সে কোন বনের হরিণ আমরা দুজনে স্বর্গ
P 11891 (রবীন্দ্র গীতি)	হে মহা জীবন তোমরা যা বল তাই বল
P 11892	শারদ সুধাকর মণ্ডল ভালে সে চন্দন চাঁদ

—হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস রেকর্ডে শুনুন—

এস, বি, প্রোডাকসন্সের পক্ষ হইতে ৯/৮এ, একডালিয়া রোড হইতে শ্রীসুকুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং মালবিকা আর্ট প্রিন্টার্স লি:, ৮এ, শিবনারায়ণ দাস লেন্ হইতে মুদ্রিত।

মীরা মুখোপাধ্যায়
মুখোপাধ্যায়
বি, ... চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা

আপনার কেশ...

ছোট কিম্বা বড়, পাতলা কিম্বা রুক্ষ যাই হোক্ না কেন, সব সময়ই তার যত্ন নেওয়া দরকার। একমাত্র সুনির্ব্বাচিত কেশকলাপেই সৌন্দর্য্যের সহজ উদ্দীপন। এবং শ্রী কল্যাণ তেলই আপনার কেশের কমনীয়তা ও শ্রী বাড়িয়ে তুল্‌তে সক্ষম।

শ্রীকল্যান কেশ তৈল

জেম কেমিক্যাল · কলিকাতা

অন্যান্য প্রসাধনী

☆

ভৃঙ্গসার

জেম কো কো

হিম আমলা

ক্যাষ্ট্রনল

শান্তা স্নো

মূল্য—দুই আনা